৭৭

ভোরের কাগজ

তারিখ APR 18 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৪

যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চাই

বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষানীতি হয়তো শিগগিরই আলোর মুখ দেখবে। এটা বর্তমান সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ। তবে আমরা আশা করবো, এ শিক্ষানীতি যেন নতুন খোলসে পুরোনো বিষয় না হয়। যদি তাই হয় তবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যদশা আগের মতোই থাকবে। উন্নত দেশসমূহে যেখানে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের শিক্ষা সমাপনান্তে নিজেই নিজের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করছে, সেখানে আমাদের দেশের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। এ দেশে বাবার প্রচুর পয়সা খরচ করে অসংখ্য মাস্টার্স পাস তরুণ বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ জন্য বহুলাংশে দায়ী আমাদের মান্ধাতা আমলের শিক্ষাব্যবস্থা। দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ধারণ করেও পাশ্চাত্যের দেশসমূহে আমরা কোনো মূল্য পাই না। পাবোই বা কিভাবে! এতো পড়ালেখার পরও আমরা অনেকেই দুশব্দ ইংরেজি বলতে পারি না। এই নামসর্বস্ব শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তাই শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আবেদন, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা যেন কারিগরি শিক্ষাসংবলিত যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই বেশি জরুরি। কারণ এতে আত্মকর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। তাই আমরা আশা করবো, নতুন শিক্ষানীতি এমন হবে যে, শিক্ষা সমাপন করে আর কেউ বাবার হোটেলের অন্ন ধ্বংস করবে না।

মনজুর চৌধুরী
নীপবন আবাসিক এলাকা
খাদিমনগর, সিলেট।